সাম্প্রতিককালে বেশকিছু ঘটনা পত্রিকার শিরোনাম হয়েছে- যেখানে মানুষ গড়ার কারিগর হিসেবে খ্যাত শিক্ষক সমাজের কয়েক প্রতিনিধি নিগ্রহের শিকার হয়েছেন। তাদের অনেকে শারীরিকভাবে নিগৃহীত হয়েছেন, কেউ কেউ ঘটনা পরম্পরায় জেল-জুলুমের মুখোমুখি হয়েছেন, কোথাও বা কাউকে এমনকি চিরতরে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়ার মতো ঘটনাও ঘটেছে। এসব ঘটনা নিয়ে ইতোমধ্যে বিস্তর আলোচনা-সমালোচনা, নিন্দা-প্রতিবাদ হয়েছে। বিভিন্নজন বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে এসব ঘটনার বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন এবং করছেন। তবে কার্যকারণ যাই হোক, আখেরে মোদ্দা কথা এটাই দাঁড়ায় যে- সমাজে সর্বজন শ্রদ্ধেয় ও পূজনীয় বলে বিবেচিত আমাদের শিক্ষক সমাজের কয়েক সদস্য শারীরিক-মানসিকভাবে নাজেহাল হয়েছেন।

আমরা হরহামেশা জপ করে আসছি, শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। এ পৃথিবীতে শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নতি ছাড়া কোনো জাতি উন্নতি করেছে- এমনটি কেউ কখনো শোনেননি। এ কারণে অনাদিকাল থেকে প্রতিটি সমাজে শিক্ষিত ব্যক্তিরা বিশেষ কদর পেয়ে আসছেন। প্রাচ্যসমাজে শিক্ষাগুরুর মর্যাদা যে কতটা উঁচু, এর একটি উপমা পাওয়া যায় মোগল বাদশাহ আওরঙ্গজেব আলমগীরের স্মৃতিধন্য কবি কাজী কাদের নেওয়াজের 'শিক্ষাগুরুর মর্যাদা' কবিতায়- যেখানে আমরা দেখি মহাপ্রতাপশালী দিল্লিশ্বরকে তার সন্তান তদীয় উস্তাদের চরণ নিজ হাতে ধৌত না করে কেবল পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন দেখে শিক্ষক মহোদয়কে ডেকে সন্তানের ভব্যতার প্রশ্নে হতাশা প্রকাশ করতে। আজও এতদ্দেশে সমাজের বৃহৎ পরিসরে শিক্ষকরা শুধু শিক্ষার্থীদের কাছেই নন, তাদের অভিভাবকদের কাছেও বিশেষ মর্যাদা পেয়ে থাকেন। এখানে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে কেবল জ্ঞানের আদান-প্রদানই হয় না, এক ধরনের আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এমন একটি সমাজে আপনি যদি দেখেন একজন শিক্ষক শারীরিকভাবে নিগৃহীত হচ্ছেন, তা হলে চিন্তায় আপনার কপালে ভাঁজ পড়বে- এটিই স্বাভাবিক নয় কি?

তা হলে কী এমন হলো যে, আমাদের মতো এমন একটি শিক্ষক অন্তঃপ্রাণ সমাজে এভাবে হুট-হাট শিক্ষক নিগ্রহের হিড়িক পড়ে গেল? যে বিষয়টি এখানে বিশেষ বিবেচনার দাবি রাখে, তা হলো এ ধরনের ঘটনা আগেও ঘটেছে, নাকি ইদানীং হঠাৎ করে ঘটতে শুরু করেছে? বিষয়টি কি এমন যে- এসব আগে থেকেই চলে আসছে, ইদানীং এ ধরনের ঘটনার হার বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র? এমন নয়তো যে, শিক্ষকরা ঠিক এরূপ শারীরিকভাবে নিগৃহীত হননি। তবে বহুকাল ধরেই তাদের একশ্রেণির ছাত্র নামধারী সাঙ্গাতকুলের মন জুগিয়ে মান বাঁচিয়ে চলে আসতে হচ্ছে? বিষয়টি এমন নয়তো যে- সাধারণ শিক্ষকরা তো বটেই, এমনকি প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষের আসন অলঙ্কৃতকারী আপাতদৃষ্টিতে ক্ষমতাধর ব্যক্তিরাও রীতিমতো করুণ অবস্থার মধ্য দিয়ে দিন গুজরান করতে বাধ্য হন? চালাক-চতুর আর বিচক্ষণ ব্যক্তিদের ব্যাপার-স্যাপার অবশ্য আলাদা। তারা এ ধরনের সাঙ্গাতদের সঙ্গে তেলে-তালে, ঝোলে-ঝালে, মিলেমিশে এমনভাবে সবকিছু চালিয়ে নিতে পারেন- যাতে আপাতদৃষ্টিতে এমনটিই প্রতীয়মান হতে পারে, ইধার কুচ মুশকিল নেহি। অনেকের চোখে এ ধরনের পারফরম্যান্স দক্ষ ব্যবস্থাপনার পরাকাষ্ঠা বিবেচিত হলেও এভাবে ইজ্জত-সম্মানের প্রশ্নে পদে পদে আপস করে কিল খেয়ে কিল চুরি করার পেছনে যে গভীর বেদনা লুকিয়ে থাকে, তা দিনের পর দিন বয়ে চলা যে কত কষ্টকর; তা ভুক্তভোগীরাই বোঝেন।